থাকব না আর এই শহরে

ইট পাথর আর লোহার খাঁচায় মনটা অসহায়,
আমি থাকব না আর এই শহরে চলে যাব গাঁয়।
বাধঁব বাসা এবার আমি ঐ যে শ্যামল গাঁয়,
আন্তবিহীন ঐ সূদূরে পথের সীমানায়।
গাছ গাছালির পাতায় পাতায় সবুজ ঘাসের ছোয়ায়,
বাধঁব আমি আমার এ ঘর সবার ভালবাসায়।
নদী পাখি আকাশ মাটি যত এই গ্রামের বুকে,
সবার আমি বন্ধু হয়ে থাকব সুখে দুঃখে।
ভোর প্রভাতে মাঠে আমি গিয়ে কৃষক হয়ে,
করব যে কাজ সোনার মাটি মেখে সারা গাঁয়ে।
কাজের শেষে ক্লান্তি এলে আমার কায়াতে,
বাতাস আমার প্রান জুড়াবে আপন মায়াতে।
বেলা শেষে গাঁ ভিজিয়ে শান্ত দিঘীর জলে,
করব যে স্নান একলা আমি মিষ্টি বিকেলে।
ক্লান্ত দিনের অবসানে নিশ্চুপ সন্ধ্যায়,
সুখগুলো সব আনব ডেকে আমার বারান্দায়।
জোনাকিরা নিমন্ত্রনে এসে তাড়াতাড়ি,
আলোকিত করবে তারা আমার সারা বাড়ি।
শান্ত রাতে চুপি চুপি ফুলের গন্ধ এলে,
মনের সুখে ভাসব আমি স্নিগ্ধ হাওয়ায় দুলে।
গভীর রাতে মাতাল আমি শিশিরে পা ধুঁয়ে,
রাত পোহাব চাঁদের আলো গাঁয়ে জড়িয়ে।
আসবে আমার সেদিন কবে কাটবে বেলা হায়,
আমি থাকব না আর এই শহরে চলে যাব গাঁয়।।

আকাঙ্খা

পৌষের শুভ্র বিকেল এই বিস্তির্ণ প্রাঙ্গণে,
অদূরের পথগুলো মিশেছে অন্তে কুয়াশার মায়ায়।
ঝাপসা নীলিমার তরে পরাজিত দৃষ্টি।
নিয়মের শৃঙ্খলে হয়তো একটু পরেই-
আকাঙ্খা শেষে পাখিগুলো ফিরে যাবে নীড়ে,
সূর্যটা মিশে যাবে গৌধূলীর ধূসর রঙে,

থেমে যাবে দিনের সমস্ত আয়োজন।
শিশিরস্নাত ঘাসগুলো আরও ভারী হয়ে যাবে-
হিম শিশিরের ছোঁয়ায়।
যাকে ছুঁয়ে দেখার কোন প্রবণতা থাকবে না,
ওই ধূসর বা রঙিন প্রজাপতিটির।
আমি তখনও রয়ে যাবো এই অত্যায়ত
প্রাঙ্গণে,
সুপ্ত অনুরাগের টানে স্বয়ং প্রদ্যোতিত হতে-
কিছু নিরবতা আর শীতল জোতস্নার মায়ায়।
উষ্ণতা ম্লান করে ভেসে আসা ওই পূবালী বাতাসে,
সিক্ত হয়ে নিরবধী ভেসে যাব
কিছু স্বপ্নীল কল্পনার খোঁজে ওপারের ওই
অন্তটাতে।
যা ছিল বহুদিনের কামনায়।

শ্যামলতলী

ঐ দেখা যায় শ্যামলতলী কোমল ছায়ায় ঘেরা,
যাহার বুকে পড়লে নজর যায় না তো চোখ ফেরা।
চোখ ধাধানো রুপ যে তার মন মাতানো কায়ায়,
আকাশ যেনো তাহার চরণ থাকে সদা লুটায়।
কূল ঘেসে তার ছোট্ট নদী দিগন্তরেও বায়,
শ্যামলতলীর বুকটা ছিড়ে হারায় অজানায়।
বৃক্ষগুলো ডানা মেলে দু' হাত বাড়িয়ে,
হাজার বছর করছে লালন আপন মায়াতে।
আকাশ- মাটি, বায়ু- নদী এই গ্রামেতে যতো,
গ্রামের মানুষ সবাই যেনো তাদের পালিত।
যুগ যুগ কত সন্তান অদ্যাবধি ঘুমায়,
কি মায়া মেশানো আছে হায় তারি ভালবাসায়।
ছবির মতো গ্রামটি যে ভাই কল্পনা নয় তা,
তাকে দেখে কল্পনা হয় এটাই বাস্তবতা।
গ্রামের মানুষ পশু- পাখি সবি এক সাথে,
সবার হৃদয় শ্যামলতলী স্বর্গ সবার তাতে।

সেই গ্রামেরী একটি মেয়ে দুরন্ত যে বেশ,
কমলী লতা দেহে তার দীঘল কালো কেশ।

গোলগাল চেহারা তার শ্যামল গায়ের রং,
নিজেই যেনো বানিয়েছে তারে বিধাতা স্বয়ং।
কি করিবো বর্ণনা হায় তাহার রুপের ঝলক,
আকাশ যেনো আছে তাকাই পড়ে না তার পলক-
মাটি যেনো ধন্য তাহার স্নিগ্ধ চরণ চুমে,
বাতাস যেনো সদায় মাতাল তাহার চুলের গন্ধে।
সাদা-সিধে দুটি চোখ তার নয়তো কাজল আকা,
তবুও হাজার কাব্য যেনো তারি চোখে গাথা।
উদাস কবি কভু যদি তাকায় তাহার পানে,
নাওয়া-খাওয়া সব ছাড়িবে সেই রুপেরী টানে।
মুক্ত-ঝরা রুপ যে তার চাদ মানিবে হার,
তবুও নাই তাহার রুপের আপন অহংকার।।

লোকমান

পৃথিবীতে আছে যতো মহৎ, উদার আদর্শ প্রতিভাবান,
তাদের মধ্যে তুমি একজন হে লোকমান।
হয়তো ইতিহাসের কোথাও নেই তোমার নাম,
কিন্তু তুমি রয়েছ লাখো স্মৃতিতে লাখো হৃদয়ে অম্লান ।
যুগ থেকে যুগান্তরে সময়ের বহমান ধারায়,
তোমার আদর্শ চিরকাল বয়ে যাবে তীব্র স্রোতের ন্যায়,
হয়তো জানি আর আসবে কোনদিনও ফিরে,
আমাদেরকে স্বপ্ন দেখাতে, আমাদেরকে ভালবাসতে,
অথবা কোন অসহায়ের পাশে বসে তার কথা শুনতে।
কিন্তু বিশ্বাস কর শত জনমেও হারাবে না তোমার অস্তিত্ব,
তুমি কালের এক অবিস্মরণীও নিপুন ছন্দ,
তোমার ভালবাসা মিশে আছে এ শহরের আকাশে বাতাসে,

মিশে আছে তোমার প্রাণের শহরের প্রত্যেকটি ধূলিকণায়।
তুমি ক্ষণিকে বিলীন হওয়া কোনো ক্ষণস্তায়ী ধুমকেতু নও।
তুমি চিরঞ্জীব প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল নক্ষত্র,
পৃথিবীর বুকে এক সফল শ্রেষ্ঠ নায়ক।
ধন্য তোমার জন্ম, ধন্য তোমার মৃত্যু, ধন্য আমরা।

ঋতুরাজ

কি রুপ আছে তোমার ঐ কায়ায়,
যার বিরহে কোকিল নাহি গান গায়।
ফোটে না তো ফুল শিমুলের শাখে,
চলে না তো নদী তার আপন বাকে।
ভরে যায় চারদিক ভিষন্নতায়,
পাতাগুলো অকালে ঝরে বেদনায়।
ক্ষণিকের তরে তুমি কেন কাছে এলে,
বৈশাখ কাদে তাই বুক ভাসিয়ে।
সবকিছু ভেঙে সে করে চূড়মার,
অসহ্য বেদনায় মন করে ভার।
আশান্বিত কবির বিমুগ্ধ নয়ন,
নিরাশার শ্রাবনে হয় যে প্লাবন।
মৌনতার চাদর সে গায়ে জড়িয়ে,
বিরহের কাব্য লিখে যায় সংগোপনে।
ক্ষণিকের রুপ নিয়ে আসো বারে বারে,
ফিরে যাওয়ার তরে সকলের ভীরে।
কাটে না তো সময় কারো প্রগাঢ় প্রতিক্ষায়,
তবুও শশ্বত্ এই রোদসী তোমার অপেক্ষায়।।

ঐ দুটি চোখে

কি যাদু আছে তোমার ঐ দুটি চোখে,
ঘরে তো মন বসে না- কিছু ভাল লাগে না,
চায় সারাক্ষণ- আমার এই মন,
হারাই তোমাতে-
কি যাদু আছে তোমার ঐ দুটি চোখে, ,

সাদাসিধে দুটি চোখ তার নয় কাজল আকাঁ,
তবুও হাজার কাব্য তারি চোখে গাথাঁ,
শেষ হবে না সেই কাব্য লিখলেও জনম ভরে-
কি যাদু আছে তোমার ঐ দুটি চোখে,

একটু কাছে ডাকো যদি একটু ভালবেসে
জনম আমার দেবো লিখে তোমার দুটি চোখে,
থাকবে না আর কোনো চাওয়া, এই ভূবনের তরে-
কি যাদু আছে তোমার ঐ দুটি চোখে, ,

জীবনের প্রয়োজনে

জীবনের প্রয়োজনে- অসহায় বাবা টা মায়ার সংসার ছেড়ে,
জীবিকার টানে একলা থাকে প্রিয় মুখগুলোর আড়ালে।
জীবনের প্রয়োজনে- ঐ দুঃখীনি মা টা পড়িয়া ছেড়া শাড়ী,
ছেলের পড়ার খরচ জোগাতেই ছুটে যে পরের বাড়ি।

জীবনের প্রয়োজনে- পরিবারের একমাত্র আদরের ছেলেটি,
মা-বোন আর দেশকে ছেড়ে হয় যে প্রবাসী।
জীবনের প্রয়োজনে- ঘর রাঙানো ছোট্ট মেয়েটি,
মায়ার বাধঁন ছাড়িয়া দেয় অচেনা নীড়ে পাড়ি ।।
জীবনের প্রয়োজনেই- সবচেয়ে প্রিয় কাছের বন্ধুটি,
অনায়াসেই দূরে চলে যায় সময়ের স্রোতে ভাসি।।

হে বসন্ত

হে বসন্ত তুমি চলে যেও না,
এই বাংলাকে বিরহের মালা পড়িয়ে-
প্রকৃতির জড়তা ও বিষন্নতা ভাঙতেই-
যদি তোমার আপন আগমন,
তবে কেনো সবার মনে দুঃখ দিয়ে-
হারিয়ে যেতে চাও অজানা দিগন্তে,
তোমার বিরহে কোকিল আর গাইবে না,
প্রাণ জুড়ানো সুমধুর কন্ঠে।
উদাসী কবি বিরহকে কাছে টেনে-
গাইবে ব্যর্থতার গ্লানি,
হে বসন্ত তুমি চলে যেও না-
এই বাংলাকে বিরহের মালা পড়িয়ে,
কাল বৈশাখী ভেঙে চূড়মার করে দিবে-
প্রকৃতিতে ছড়িয়ে দেয়া তোমার লাবণ্যের অপরুপ লীলা।
আকাশ ক্ষেপে উঠবে কঠিন আর্তনাদে,
বাতাসেও থাকবে না মৃদুতা।
নদী চলবে না তার আপন গতি ধারায়,
ভাসিয়ে দিতে চাইবে পথ-ঘাট, প্রান্তর।
অথচ তোমার আগমনে-
সকলের প্রাণে ছিল নীরবতার কোমল পরশ।

হে বাংলার রানী তুমি চলে যেও না,
এই বাংলাকে বিরহের মালা পড়িয়ে।।

পুষ্পাগম

বাসন্তী আগমণ ভেঙেছে মৌনতা-
খুলেছে দক্ষিণা বাতায়ণ,
এমন সুখের দিনে নিস্পৃহ-
আজ নাহি থাকাতে চায় মন।
নিখুত আলপনার অনুপম চিত্র -
নীলাভ চিত্র প্রকৃতির গাঁয়ে,
একি বিমূঢ় শ্রীর নির্মল মায়া-
যায় যে আমার হৃদয় ছুয়ে।।
মাঠ- ঘাট প্রান্তর দিগন্ত বেয়ে-
ছেয়ে গেছে সবুজের গালিচায়,
যতবার দৃষ্টি পড়ে তার রুপে-
আখিদ্বয় প্রদ্যোতিত যেন মনে হয়।
ফুলের সুবাসে পাখির স্লোগানে-
চলছে শশ্বৎ নানা আয়োজন,
এমন সুখের দিনে নিস্পৃহ-
আজ নাহি থাকতে চায় মন।।

বাংলাদেশের সন্তান আমি

বাংলাদেশের সন্তান আমি, বাংলা মায়ের ছেলে,
স্বাধীন দেশে জন্ম আমার বাংলা মায়ের কোলে।
বাংলা আমার মাতৃভূমি মায়ের মুখের ভাষা,
বেঁচে আছি বাংলার বুকে নিয়ে অনেক আশা।
ভয় আমি পাই না কভু আসুক বাধা করব জয়,
বাংলা মায়ের সন্তান আমি ছিনিয়ে আনবো বিজয়।
দেশের সাথে থাকবো মিশে আত্তা যেমন দেহের সাথে,

অন্যায়েরী প্রতিবাদে লড়বো আমি আপন হাতে।
বিশ্বের বুকে দাড়িয়ে আমি সবাইকে বলে দিতে চাই,
ভালবাসি আমার দেশটিকে বড় বেশি ভালবাসি তাই।
স্বর্গ আমার দেশের মাঝে করি গর্ব দেশকে নিয়ে,
সবার জন্ম সার্থক হবে এমন দেশে জন্ম নিলে-
বাংলা মায়ের সন্তান আমি স্বাধীন দেশের ছেলে।।

তুই বন্ধু আমার

তুই বন্ধু আমার মেঘলা আকাশের এক ফালি চাঁদ,
তুই বন্ধু আমার বিষন্ন বিকেলে রংধনুর সাজ।
তুই বন্ধু আমার জোছনার রাতে গানেরী ছন্দ,
তুই বন্ধু আমার সুখ- নিশীতে অগূঢ় গন্ধ।
তুই বন্ধু আমার না বলা ভাষা প্রানের,
কথা দিলাম তুই বন্ধু আমার চিরদিনের।

পাহাড়ের বুকে ওই নির্ঝর ধারা,
জোছনা বাঁচে না যেমন আঁধার ছাড়া।
এতটাই আপন ভেবেছি তোকে,
যে মায়ায় ঘাস থাকে মাটির বুকে।
চৈত্রের রৌদ্দুরে তুই ঐ শীতল শ্রাবন,
তুই বন্ধু আমার হাসি- কান্না, অভিমান।

তুই আছিস বলেই তো সকালের রোদে,
খুঁজে ফিরি জীবনের স্বাদ প্রতিটি দমে।
ভাবনাহীন আমি চলি বেখায়ালী সদা,
জানি তুই পথ দেখাবি গুছিয়ে সব বাঁধা।

শুধু কথা দে, শুধু কথা দে যাবি না দূর,
এভাবেই পাশে র'বি জীবনের সারাটি প্রহর।।

শুভ জন্মদিন

আঁধারের বাঁধ ভাঙিয়া সূর্যটা ঐ পূর্বাকাশে,
এক পৃথিবী আলো এনে উঠল যে সে
হেসে।
তার ছোঁয়াতেই ফুলগুলো সাজায় ধরা ঢের,
আজ পাখিদের কণ্ঠে সুরের উপচে পড়া
ভীড়।
আজ পৃথিবী করছে তোমায় আবার নব-
বরণ,
শুভ হোক, শুভ হোক, তোমার শুভ
জন্মদিন।

জীবনটা যে আজ শুরু ভুলে যাও সব মন্দ
পশ্চাৎ,
দূর্বার সাহস চিত্তে এগোও জয়ের লক্ষ্যে
ভবিষ্যৎ।
এই পৃথিবী চেয়ে আছে নির্বাক স্তব্ধতায়,
তোমার জয়েই হাসবে সে, সেই প্রতিক্ষায়।
আজ পৃথিবী করছে তোমায় আবার নব-
বরণ,
শুভ হোক, শুভ হোক, তোমার শুভ
জন্মদিন।

আজ খুশিতে যেমনি প্রাণে বইছে সুখের সুর,
আজ হাসিতে দুঃখগুলো যেমনি অনেক দূর।
যাক হারিয়ে অশ্রু তোমার সাহারার ঐ আকাশে,
প্রহর শেষে এমনি আগাম আসুক রঙিন বেশে।
আজ পৃথিবী করছে তোমায় আবার নব-বরণ,
শুভ হোক, শুভ হোক, তোমার শুভ জন্মদিন।

প্রহসন

এইতো সেই তুমি যার নেত্রে উপক্রমণিকা হয়েছিল,
সতত নির্ঝর প্রবাহের ন্যায় মৃত্যুঞ্জয়ী কিছু অনুভূতির।
জলকুন্তল অবজ্ঞায় নির্বাক চাহনীতে দৃষ্টিগোচর___
জলস্রোতে ভেসেছি আমি জড়িয়ে অনুক্রোশের চাদর।
কোথায় আজ উদ্ভাসিত সেই নাবিক ওপারের??
নিকষ ঝঞ্জাটে পথ দেখিয়ে যে তোমায় করেছিল শান্ত।
কতটুকু হেঁটেছিল সে অত্যায়ত অনচ্ছ আধারের অন্তিমে___
বড় স্বাদ হয় জানতে প্রাপ্তির চাদরে মুড়ানো তুমি আজ কত ক্লান্ত??

খুব ইচ্ছে করে_____

খুব ইচ্ছে করে তোর স্নিগ্ধ ঠোটের ভাজে,

গোলাপি রঙ হয়ে মিশি সকাল সন্ধ্যা সাজে।
খুব ইচ্ছে করে তোর দিঘল কালো চুলে,
প্রজাপতি হয়ে বসি গন্ধ নেয়ার ছলে।
বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় তোর ভাবনাগুলো ছুঁতে,
খুব ইচ্ছে করে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন হয়ে যেতে।

দিবাকরের উষ্ণ তোকে ক্লান্ত করে যবে।
ইচ্ছে করে অনিল হয়ে মিশি অনুভবে,
তোর মেঘকালো ঐ সুনয়নের উপনেত্র হয়ে,
ইচ্ছে করে মুখোমুখি হয়ে থাকি জড়িয়ে।
খুব ইচ্ছে করে তোর কানেরই দুল হয়ে
যেতে,
ইচ্ছে করে খুব মায়ায় তোর গলায় জড়াতে।

তোর হাসিতেই এক সূতোয় বেধেছি জীবন,
তোরি চোখে চেয়ে চেয়ে হয় যেন মরণ।
খুব ইচ্ছে করে তোর হাতটি ধরে চলি,
আদিগন্ত হেঁটে মনের কথাগুলো বলি।
খুব ইচ্ছে হয় রাণী করে বুকের মাঝে রাখি,
সকাল সন্ধ্যা তোর চোখেতেই স্বপ্নগুলো
আঁকি।।

<u>প্রহসন</u>

এখনো দিনগুলো তোমাতেই রঙিন শুধু
তিন যুগ আগে তুমি নামের জমানো সুখগুলো আজও
হৃদয়ে অম্লিন
বৃষ্টি স্নাত সন্ধ্যায় বেলকুনিতে বসে গুমোট অন্ধকার পানে
তাকালে,
অদূরবর্তী আধাঁরের বুকে জেগে উঠে আরেক মহা অনন্ত
আকাশ।

যে আকাশে সেদিনের ষোড়ষী এক নিষ্পাপ মানবীর মুখ ভেসে উঠে।
যেই মুখের পানে তাকালে আরেকটা পৃথিবীর জন্ম হয়।
কি নিষ্পাপ তোমার চাহনী; কি যে মায়ায় মাখানো তোমার চোখগুলো
প্রায় ৩ যুগ হতে চলল তোমাকে দেখিনা;
বয়সের ভারে নিশ্চয়ই তোমার সেই দুরন্তপনা কমে গেছে।
চুলের রংটাও হয়তোবা পরিবর্তন হয়েছে।
স্বামী-সন্তান, শশুড় শাশুড়ির দায়বদ্ধতায় হয়তো ভীষন রকম ব্যস্ত জীবন পার করছো।
কাজলে চোখ রাঙানোর বয়স, সময় কিংবা অনভ্যস্ততায় পার হয়ে গেছে।
সময়ের এত বিবর্তনেও তোমাকে কোনোদিন হৃদয় হতে এতটুকু দূরে রাখিনি।
আমাকে এখনো পড়ে তোমার? এখনো আমায় একবিন্দু ভালবাসো?
এইসব অবান্তর প্রশ্ন তোমায় নিজের অজান্তেও কখনো করি না।
আমি শুধু জানি, আমি তোমাকে ভালবেসেছি।
তোমাকে নিয়ে ভাবার মাঝে যেই সুখটা খুজে পাই,
ভাল থাকার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট আমার।
টাকা পয়সা, দেহ এগুলোর মাঝে সুখের কোনো গ্যারান্টি নেই,
আমি বরং তোমাকে নিয়েই ভীষণ সুখে আছি।
সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, যেকোনো সময় তোমার মাঝে হারাতে পারি।
তোমার মাঝে নিজেকে হারানোর মাঝে এক অন্তহীন সুখ রয়েছে মহারাণী।
আমি কবি হয়েই সারাজীবন থেকে যাবো।
এক ঠিকানাহীন, খ্যাতিহীন অখ্যাত কবি হয়ে, নিভৃতে।
পড়ন্ত জীবনের কোনো বাকেঁ বেলা শেষে একবার এসে দেখে যেও পারলে।
আমি তোমার ছিলাম, শুধু তোমারই ছিলাম।
তোমার দেখানো স্বপ্নগুলোর সাথেই বসবাস ছিল।

তোমার এক সেকেন্ডের ভালবাসাতেই সারা জীবন ভাল থাকার অনুষঙ্গ ছিল।

তোমাকে চাই

তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই,
কৈশোরের সর্বশূচি ভাবনায় তোমাকে চাই,
যৌবনের অদ্যান্ত প্রণয়ে তোমাকে চাই,
প্রতিটি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে তোমাকে চাই
কবিতায় কবিতায় আমি তোমাকেই চাই,
চৈত্রের খাঁ খাঁ রোদ্দুরে একফালি অনিলে
তোমাকেই চাই,
বসন্ত বিলাসে প্রসূন মালঞ্চ সৌষ্ঠবের তৃপ্তিতায়
তোমাকে চাই।

বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় ভাবনার কড়িডোরে,
ঘুম ঘুম চোখে, একমুঠো সুখ বিলাসে,
ভরা চন্দ্রিমার উঠোনে, ধেয়ে আসা জোছনার
বর্ষণে
নিবিড় আলিঙ্গণে, নিস্তব্ধ শহরে,
চেনা অচেনা অজস্র স্বপ্নে ভীড়ে,
শুধু তোমাকেই চাই।

রূপকথার গল্পে গল্পে আমি তোমাকে চাই,
কঠিন বাস্তবতার নিরংশ সংসারে শুধু তোমাকেই
চাই,
ভোরের কুয়াশায়, হালকা শীতের চাঁদরে,
শিশির ঘাসের অনুরাগ মাড়িয়ে, একটু উষ্ণতার
খুঁজে,
চেনা আবদারে তোমাকে চাই।
দ্যূলোকে- ভূলোকে, সুখের বাঞ্চনায়,

যতটুকু চাওয়া যায়, সবটুকু প্রার্থনায়, শুধু
তোমাকেই চাই।

আধারে তোমাকে চাই, আলোতেও তাই,
আমার ভ্রান্ত সময়, অশান্ত উন্মাদনায় তোমাকে
চাই।
প্রহর শেষের উষসী আলোর প্রারম্ভিকায়ও
তোমাকেই চাই,
তোমাকে চাই গহীন অরণ্যে একাকিত্বের
অবসানে,
কিংবা ভরা কোলাহলে এক টুকরো নীরবতার
সংবীক্ষণে,

কবিতা এবং তুমি...

কবিতা সে তো পূজারী তোমার অত্যায়ত অঙ্গসৌষ্ঠবের,
অনম্বর পা, গোলাপরাঙা ওষ্ঠ, চোখের ভ্রু, অকিল্বিষ প্রতিটি
অঙ্গরুহের।
পাহাড়ের বুকে নির্ঝরের অনিশ ধারায় যুগ যুগ বাচিয়ে রাখার
তরে,
কি অদম্য প্রয়াসে স্বার্থহীন তোমার আঙিনায় অথান্তর সয়ে
থাকে পড়ে।
কবিতা সে তো কিছু গুছানো শব্দ তোমার এলোমেলো চুলের
ভীড়ে।
খোঁপায় জড়ানো গন্ধরাহিত্য প্রসূনকে খুঁজা শ্রেষ্ঠ মনোহরে।
কিছু উচ্ছ্বাস, কিছু নীরবতা, চিত্তের সমুদয় অগূঢ়- অভিসার
কথা,
তোমার পায়ের চাপে অস্থিত্বের গন্ধে উল্লাসিত কিছু অনুভুতির
নাম কবিতা।

কবিতা যদি প্রেমিকা হয় আমার তবে, সে কবিতার প্রতিটি অনুষঙ্গ তুমি,
তুমি আছো বলেই কবিতারা বাঁচে, আর কবিতার মাঝে বাঁচি আমি।

যাচ্ছে দিন

যাচ্ছে দিন হাওয়ায় উড়ে, যাচ্ছে মাস বছর।
কে কোথায়! কেমন আছি! নেই তো কোনো খবর।
নিজের পানে চেয়ে দেখি, আমি আর নেই সে যুবক।
কপালের ভাজে বয়সের চাপ, কুচকে গেছে ভ্রু-চোখ।
তুমিও নেই হয়তো আগের মতো আমার চেনা মাধবী।
বদলে গিয়ে তুমি কেমন আছো, ভুলে স্মৃতি, মায়া সবি।
সর্বগ্রাসী সে প্রেম আজো আছে কি তোমার বুকে!!
ষোড়শী তোমায় নিয়ে কবিতা কেউ কি এখনো লিখে!
তোমার চোখে বিভোর প্রেমে স্বপ্ন কেউ কি আকেঁ।

কেউ কি তোমার হাসিতে খুজে এখনো জীবনের ছন্দ!!
মোহনী মায়ার কণ্ঠে তোমার ছড়ায় কতটা আনন্দ
আগের মতোই তোমার চুলে আছে কি পাগলকড়া সুগন্ধ!
প্রতিদিনি নতুন প্রেমে কেউ কি হয় আর অন্ধ!

তোমার জন্যে প্রেমের যুদ্ধে কেউ কি জীবন বাজি রাখে!
ষোড়শী তোমায় নিয়ে কবিতা কেউ কি এখনো লিখে!
তোমার চোখে বিভোর প্রেমে স্বপ্ন কেউ কি আকেঁ।

গিটারের সুরে সুরে তোমার নামে, ঝংকার উঠে কি কারো উদাস বিকেলে।
সিক্ত গোলাপ হাতে দাড়িয়ে থাকে, কেউ এখনো রোজ সকাল হলে!
হাজার বছর তোমায় নিয়ে বাচতে চাওয়া সে প্রেমিক,
রোজ বিকেলে হাতটি ধরে হাটেঁ কি কদম দু' এক!
প্রেমের কাননে নাকি ভুলের পাহাড়ে, সাজালে জীবনটাকে! !
ষোড়শী তোমায় নিয়ে কবিতা কেউ কি এখনো লিখে!
তোমার চোখে বিভোর প্রেমে স্বপ্ন কেউ কি আকেঁ।

খুব জানতে ইচ্ছে করে

খুব জানতে ইচ্ছে করে তোমার সময়গুলো কিভাবে কাটে!
রাতটা কিভাবে পার হয়, সকাল গড়িয়ে কিভাবে দুপুরটা হয়!
একটা মুহুর্ত আমার সাথে কথা না বলে থাকতে পারা তুমিটার
কিভাবে দিন, মাস, বছর যাচ্ছে!
জানার ভীষণ আগ্রহে মন চটফট করতে থাকে।

আচ্ছা, এখনো কি ফোন ধরো বলে ..... র
তোমায় সন্দেহ করে?
তোমার সাথে কারণে-অকারণে আমাকে নিয়ে খোটা দেয়!
আন্টি অভিমানে তোমার সাথে কথা বলা বন্ধ রাখে!
আম্মুর মুখের বিশ্রী ভাষার অপবাদ শুনে ঘৃণায় মুখ লুকাতে হয়?
নাকি আমি হারানোর সাথে সাথে সব পাল্টে গেছে।
কেউ তোমায় আর সন্দেহ করে না, বকে না, চোখ রাঙায় না।
ঘন্টার পর ঘন্টা ফোন হাতে থাকলেও কারো কিছু যায় আসে না।
আচ্ছা, তুমি কি আমাকে ভুলতে পেরেছো?
সব মুছে দিতে পেরেছো হৃদয় থেকে!!
নাকি আমার মতোই এক পাহাড় কষ্ট বুকে চেপে
ভাল থাকার অভিনয় করে ভাল আছো?
কি দুরন্তপনা, আমাদের সরল ভালবাসার প্রাসাদে করুণ ধ্বস!!
অথচ কত স্বপ্ন বুনেছিলাম তোমায় নিয়ে, কত স্বপ্ন ছিলো আমাদের।
সবি আজ স্মৃতির এপিটাপে ঝুলানো মৃতপ্রায়।।
জানো, পৃথিবীটা যখন বড্ড অর্থহীন মনে হয়, কোন সুখ থাকে না, স্বপ্ন থাকে না।
মানুষ তখন নেশায় বুদ হয়ে হন্য হয়ে অন্য একটা পৃথিবীকে খুজে।
রঙহীন সাদাকালো দুনিয়াটা হতে নিজেকে আড়াল করতে চায়।
মদ, গাজা, আফিম-কোকেনে ভেসে হারাতে চায়।
অনেক দিন তোমার সাথে কথা হয় না,
আমার দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই তোমাকে জানানো হয় না।
বর্তমানে, আমি যেই বাসাটাতে থাকছি ওরা সবাই আমার বস।
লাখ টাকার উপরে একেক জনের মাইনে, বড্ড সাজানো গুছানো আর পরিপাটি বাসা।
বাসার সবাই প্রতিদিন ড্রিংস করে,

আফিম, কোকেন, মদ গাজায় বুদ হয়ে একেকজন একেকটা পৃথিবীতে হারাতে চায়।
খবর নিয়ে জানলাম, তোমার আমার মতোই একসময় ওদের জীবনে প্রেম ছিল।
নকশিকাথার মাঠের মতো অজস্র ছড়ানো ছিটানো স্বপ্ন ছিল।
টাকা-পয়সা, সামাজিক অবস্থানের ব্যক্তয়ে পুড়ে গেছে ওদের স্বপ্নের প্রসাদ।
তাই প্রতিদিন নিয়ম করে সেই স্বপ্নগুলোকে হাওয়ায় ভেসে খুজে।
ওরা যখন একদিকে নেশার গ্লাসে ওদের হারানো প্রেমকে মেশায়।
আমিও তখন নেশায় মত্ত হই তোমার মাঝে ডুবে।
তুমি, তোমার প্রেমে, ভয়ংকর নেশা রয়েছে।
মদ-গাজা, আফিম-কোকেন যেখানে খুবি তুচ্ছ।
অন্য একটা পৃথিবীতে তোমাকে নিয়ে হারাতে ইচ্ছে করে,
যেখানে, শুধু তুমি আর তুমি। আর কেউ নেই
ফ্যামিলির বড় সন্তানের দায়বদ্ধতা নেই,
সপ্তাহে ৬ দিন জব করে, ৭ দিনের মাথায় অবসর দিনে ভোর ৭টায় উঠে ভার্সিটি যাবার তাড়া নেই।
তখন মনে পড়ে, তোমার সুখ দেখে একটা জীবন অনায়াসে কাটিয়ে দেয়া যায়।
আমার জীবনে সুখ এলো না,
তুমি তো বহু আগে থেকেই জানতে।
চূর্ণবিচূর্ণ হৃদয়টা কতটা আহত ছিলো, কতটা মুহুর্ষু ছিলো তুমি সেই হৃদয়ে ভালবাসার সুশীতল জল ঢেলে পুনরায় সতেজ করেছিলে,
আমি আজ একটুও আশাহত নই।
যেই হৃদয়কে এতটা যত্নে গড়েছিলে তুমি,
সেই হৃদয় ভাঙার অধিকার কেবল তোমারি আছে।
তুমি চাইলে শত কোটি আঘাতে হৃদয়টা ভাঙতে পারো।
এ হৃদয় তোমারি আছে, তোমারি ছিল, তোমারি থাকবে।
সাফ সাফ তোমার নামে লিখে দিয়েছি সব।

তোমাকে যেই সুরে, যেই ছন্দে বেধেঁছি তাতে হারানোর আর কোনো ভয় নেই।
তুমি শত - সহস্র আলোকবর্ষের ব্যবচ্ছেদে থাকলেও তোমাকে ছিনিয়ে নেয়ার কেউ নেই।
এই নামহীন বেনামী কবিতা কোনোদিন তোমার চোড়ড়খে পড়বে না।
বেনামী অনুভূতিগুলোতে কার হৃদয়ের আকুতি, হাহাকার মিশে আছে কেউ জানবে না।
তোমাকে ভালবাসি, কোনোদিনও আর মুখে বলা হবে না।
তোমার করা প্রেমের পরীক্ষায় আর কোনোদিন হেরে যাবো না।
তোমার প্রতি ভালবাসা প্রবাহিত স্রোতস্বীনির মতোই আমৃত্যু বয়ে যাবে বুকের যমুনায়।
তুমি হয়তো জানবে না, জানার প্রয়োজনও নেই।
তুমি আছো, থাববে, রবে এই অন্তরে চিরদিন অম্লিন।
যতদিন হৃদয় না হবে বিলীন।

মুগ্ধতা

মৃদু অন্ধকারে দু'হাত ছড়িয়ে প্রাণের উল্লাসে,
যবে মাতিবে তুমি জোনাকিদের নিয়ে সুপ্ত আবেশে।
পৃথিবীর অঙ্গসৌষ্ঠবে অনম্বর চাঁদের জোছনারা-
পুকুরের জল, মাঠের দিগন্তে আঁকিবে চিত্রানুগ শ্রী ধারা।
সে দৃশ্যালোকনে হোক না সবে হৃষ্টতায় মূর্ছিত
আমি শুধু তোমার দিকেই চেয়ে হব বিমোহিত।।
দিদৃক্ষমাণ নেত্রে অপলোক দেখিব তোমায় দিব্যাঙ্গনা।
আঁধার কাটিয়ে, জোছনা হারিয়ে ভোর হয়, হোক না।।
তুমি বিভোর থেকো, মুগ্ধতা খুজো রঙিন প্রজাপতির ডানায়,
আমি তোমাতেই খুঁজিব, তোমাতেই হারাব অজানা মায়ায়।।

ভালবাসি না

রংধনুর রঙে আকাশটা সাজে, তার সাথে করি না স্বপ্নের তুলনা।
স্নিগ্ধ গোধূলীর ধূসর ক্ষণে তোমার ভাবনাগুলো আর মিশাই না।
ফুলের মায়া, সাগরের বিশালতা কোন উপমায় তোমায় বাধি না।
স্বপ্নের বাসরে শতকোটি ভালবাসায় একবারও তোমায় সাজাই না।
শত অবসরেও একটুখানি সময় তোমার জন্য কেন জানি হয় না।
না, না, না, সত্যি বলছি তোমায় আর একটুও ভালবাসি না।।

দুঃস্বপ্নের আচ্ছাদনে আমি তোমার আলোয় প্রদ্যোদিত হতে চাই না,
শত কষ্টের মিছিলে শান্তনার স্বর তোমায় ভেবে একটুও খুজি না।
সময়ের গভীরে অতল প্রত্যাশাগুলো সব ছিল যত মিছে বায়না,
স্নিগ্ধ সকাল আর উদাস বিকেলগুলো তোমাতে শুরু বা শেষ হয় না।
তোমার চুলের গন্ধে বা হাসির ছন্দে কবিতা আর লিখিনা।
না, না, না তোমার চোখে এখন আমি আর স্বপ্ন আকি না।।

একবার চল মরি

চোখ ধাধানো বাংলা আমার চির অহংকার অম্লান,
জীবন যায় যাক তবে দিব না যেতে তার সম্মান।
কিসের কায়া কিসের মায়া ফেরাস না আমায় কেউ,
ওই নিয়ে যায় সূর্য আমার, নীল সবুজের ঢেউ।।
সবুজ মায়ের ছেলে আমি মায়ের মত মন,
আর হয় না সহ্য কৃষ্ণচূড়ার নীরব অভিমান।।
কোকিলটা ঐ বোবা কেনো আজি বসন্তে,

কি শূন্যতায় ধূসর সাজে নীলের দিগন্তে??
ঐ কিশোরী বোনটি আমার তো নয় অবলা,
তার পায়েরি নূপুরেতে নেই কেনো মূর্ছনা?
তোরা দেখ না চেয়ে ছেলেহারা এই পাগলী মা টার মুখ,
আকাশ- বাতাস যায় ফেটে যায়, কি করুন তার শোক।
মরিস না আর এমনি করে থাকিস না কেউ ঘরে,
রুদ্ধশ্বাসেই যাবি মরে এত আর্তনাদের ভীরে।
শতবার নয়, প্রতিবাদী হয়ে একবারি চল যাই মরে
অত্যাচারীর নীল কণ্ঠে শাণিত তলোয়ার ধরে।
তোরা কর্ণদার, তোরা বাবা, তোরা ভাই-
নবজাতকের ঐ সর্বশূচি হাসির কাছে তোরা যে বড্ড দায়।
অকুণ্ঠিতচিত্তে শক্ত মনোবলে কণ্ঠে তুলে বিদ্রোহের সুর,
চল অপ্রতিরুদ্ধ অরিন্দম বুলেট হই একেকটি বৈরী দূর্গের।

কোনো এক নির্ঝরে বিস্তির্ণ জলধারায় জল হয়ে মিশে যেও-
শুধু ভিজতে দিয়ে আমায়___
সহস্র জলের অংশাংশ বিভাজিত তোমাকে গেঁথে দিব সূতোয়।
নীলাকার মহাশূন্যে আবছায়া জলধর হয়ে ভেসে যেও ক্ষণে ক্ষণে-
শুধু ম্লান হইয়ো না তার নীলান্তে_____
কথা দিচ্ছি ছুঁয়ে দেব তোমায় বৃষ্টি ছুবার আগেই।।
তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের শব্দ আমার বড় চেনা।।

<u>শুভ জন্মদিন</u>

দেখতে দেখতে ১৯ বছর কেটে গেলো,
আজ তোমার ২০ তম জন্মদিন।
নীল শাড়ী আর লাল চুড়ির প্রিয় সাজে একবার
আয়নার সামনে এসে দেখো।
তুমি আর সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই।।

এইতো সেই শৈশবে তুমি পণ করেছিলে,
কৈশরকে ছুবে বলে!
কৈশরে পা দিয়ে থেমে যাওনি।
যৌবনকে ছুয়ে হেঁটে এসেছো অনেকটা পথ।
এই ২০তম জন্মদিনে, গত ১৯কে গত করে,
তুমি এগিয়ে চলো দৃঢ় চিত্তে দুর্বার গতিতে,
এগিয়ে চলার অদম্য সাহসকে পুঁজি করে।
জানি তোমার আছে দুর্বার আত্মবিশ্বাস,
ভয়কে জয় করার শক্ত মনোবল।

এই নিকষের অন্তে, ঐ দেখো কিছু দূরে
অপেক্ষমান,
অংশুমালী তার কোমল আলোয় সাজাতে তোমার
সকাল।
গত মধ্যাহ্নে যে তোমার ললাটে ঘর্মাক্তের কারণ
হয়েছিল।
সে আজ তার সবটা স্নিগ্ধতা তোমায় দিয়ে ধন্য
হতে চায়,
তাকে ভালবেসে না-হয় অন্তত দু' লাইন কবিতা
লিখো কাল।

ভোরের সোনারোদে শিশির সাজে ঘাসের বুকে, সে
তোমারই জন্যে,
একটু ছুঁয়ে দেখো আবেশে, বাগানের ফুলগুলো
তোমার স্পর্শই খুঁজে।
ভরা চন্দ্রিমায় বিস্তৃত গগনাঙ্গনে চোখ রেখে দেখো,
নিযুত কোটি বিক্ষিপ্ত তারকারাজির প্রস্ফুটন তোমার
জন্যেই ফোটে।

তোমার জন্যেই গোধুলি বিকেল রক্তিমা সাজে,

পূবাকাশের ঐ রংধনুটা তোমাকেই খুঁজে।
তোমাকে ছুঁতেই বৃষ্টিরা হণ্য হয়ে ঝরে,
মহাশূন্যে ঐ চন্দ্রাবতী তোমার জন্যেই হাসে।
তোমার চুলের সুঘ্রাণ পেতেই ঐ বাতাসে ব্যকুলতা।
তোমাকে ছুঁবে বলেই বৃক্ষ হতে ঝরে নবীন-প্রবীন পাতা।
সবুজ পল্লবের ফাঁকে শ্যামা উঁকি মেরে তোমায় দেখে,
কিছুটা সময় না হয় তাদের দিও চোখে চোখ রেখে।

আজকের এইদিনে তুমি এসেছিলে নিকষকে পরাজিত করে,
পৃথিবীর বুকে দুর্বার আলো হস্তে প্রজ্বলিত করতে ধরাকে,
তোমার আলোর দ্যুতি ছড়িয়েছে বহুদূর, নগর-শহর।
সে আলোয় মুখরিত হোক আধারের সমুদয় প্রান্তর।
তোমার ভালবাসায় বাচুক পৃথিবী অনন্ত অনিবার।

সৃষ্টিকর্তার অপার ভালবাসায় রঙিন হোক জীবনখানি
ধূলিধরা সব বিষাদ ঘুচে যাক, মুছে যাক গ্লাণি।
এই শুভক্ষণে আরো শুভময় হোক তোমার জীবন,
শুভ হোক, শুভ হোক, তোমার শুভ জন্মদিন।।

তবুও তুমি

তুমি আমার কবিতায় যত ভুলে ভরা শব্দ
তবুও তোমাতেই রাঙানো জীবনের সব ছন্দ
আবার তোমার হাসিতেই শত কবিতার জন্ম।
তুমি আমার আষাঢ়ে শ্রাবণ দুচোখের বন্যা,
তুমিই আমার ফাগুনের রঙ শ্রী যে অনন্যা।
তুমি আমার চৈত্রের খড়া, বুক জুড়ে হাহাকার,
তুমিই আমার ফিরে আসা বসন্তের সুখ বারেবার।
তুমি আমার কবিতায় এক অপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস হশাতার,

যদি পেতাম আরেক জীবন, সব ভুল শুধরে ভালবাসার
তুমি আমার নীলগগনে উড়ে যাওয়া মুক্ত গাঙচিল
তোমার মাঝেই শত ইচ্ছেরা উড়ে, সময়গুলো স্বপ্নীল।
তুমি কাদাও, তুমি পুড়াও, তুমিই করো ধ্বংস,
সুনিপুন কারু তোমার হাতেই সৃষ্টির নিযুত উৎস।

কোন দোষেতে ভাঙ্গিলে অন্তর রে বন্ধু,
কোন ভুলেতে কাদালে আমায়. .
কি অপরাধ ছিলো আমার. . . . .
কেনো বলো নাই. . . . .
কোন দোষেতে ভাঙ্গিলে অন্তর রে বন্ধু,
কোন ভুলেতে কাদালে আমায়. .

কোথায় আছিস কেমন আছিস, জানিনা কি
দূরে!
শুনতে কি পাস আমার এ গান, তোর
সুখেরী ভীরে।
সুখ যে আমার মিছে স্বপন, তোরি
ছলনায়. . . .
কোন দোষেতে ভাঙ্গিলে অন্তর রে বন্ধু,
কোন ভুলেতে কাদালে আমায়. .

এ কোন ব্যথা দিলিরে বন্ধু হৃদয়ের গভীরে,
তোর বিরহে শ্রাবণ আজো অন্তরেতে ঝরে।
সুখ যে আমার মিছে স্বপন, তোরি
ছলনায়. . .
কোন দোষেতে ভাঙ্গিলে অন্তর রে বন্ধু,
কোন ভুলেতে কাদালে আমায়. .

লজ্জাবতী

ও লজ্জাবতী মেয়ে! একটু চোখটি তুলে চাও।
তোমার চোখের পাতার হাজার মায়া একটু তো লুকাও।
দেখো থমকে আছে মেঘ, বৃষ্টি ঝরে পড়ছে না।
মাটির বুকে ভীষণ খরা, তুমি চুপটি থেকো না।

দেখো ফুলগুলো ভেজার, প্রজাপতি আসে না,
তারায় তারায় রাতের শহর একটুও সাজে না।
তোমার নীরবতায়, ভোরের শিশির ঝরে পড়ে না,
ঘাসের বুকে অনুরাগে ঘর তো বাধে না।।
কন্যা! দোহায় লাগে চুপটি থেকো না।।

তুমি লাল শাড়িতে বেধেছো যে ফাগুণের সব রূপ।
তাই ফুলগুলো সব রঙ হারিয়ে আহা কি নিশ্চুপ।
তুমি ডানহাতে বেধেছো সুর, চুড়ির রিনিঝিনি মূর্ছনায়।
তাই কবিতারা ছন্নছাড়া, সুর নেই তাদের আঙিনায়।।
আর থেকো না নীরব চোখে, পৃথিবীটাই যাবে থমকে।
ও রূপনগরের মেয়ে, তোমায় দেখে দেখে।।

নাকে পড়োনি নোলক, খোপায় নেইতো বেলি ফুল।
তবু তোমার রূপের নেশায় চন্দ্র, তারা হবে যে ব্যাকুল।
মেহেদীর আল্পনায়, কিংবা রক্তলাল আলতায়!
এত সাজে কেনো তুমি সাজো গো বৃথায়!!
ওই চাদটা লজ্জা পায়, জোছনারা মুখ লুকায়,
তাদের পানে চেয়ে কন্যা একটু হওনা রে সদয়।

তোমার প্রেম নিয়ে আকাশ সাজুক কোটি তারায়,
তোমার প্রেম থাকুক মিশে ঐ সাগর ঊর্মিমালায়।।
তোমার ভালবাসার আবীর লাগুগ ফুলবনে।
জন্ম তোমার ধন্য হয়ে সাজুক ক্ষণে ক্ষণে
তুমি হাজার বছর বাঁচো বুকে এমনি প্রেম নিয়ে।।

অপ্সরা

টানা টানা দুটি চোখের লাজুক দুটি পাতা।
শত কবির ছন্দ যেথায় রয়েছে গাথা।
আদো আদো হাসির মাঝে একটু নীরবতায়,
চাদমুখটা ঢাকা যেনো পৃথিবীর সব মায়ায়।
সেই মায়া যে বন্ধু আমার অন্তরে ঘর
বান্ধে,
কন্যা তোমায় দেখার জন্যে আমার নয়ন দুটি
কান্দে।

জ্যোৎস্নাত রূপ যে তোমার অঙ্গে নদীর ঢেউ,
সত্যিই আমি পাগল হবো আড়ালে মুখ লুকাও,
জলে ভেজা গোলাপ তুমি, স্বদ্য ফোটা ফুল
তোমায় ভালবেসে কন্যা হোক না কিছু ভুল।
এত দেখি তোমায় তবু সড়ে না তো দৃষ্টি,
তুমি যে হায় বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

দিনের সূর্য, রাতের চন্দ্র যেনো হাসে তোমার ছন্দে
অশান্ত মন করো শান্ত তোমার চুলের গন্ধে
কোন সে মাটির গড়া তুমি, কি দারুণ প্রতিমা,
তুমি তো হায় তোমার রূপের একটাই উপমা।
এই হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিলাম তোমায় দিয়ে,
কন্যা নাও না আমার ভালবাসা দুহাত বাড়িয়ে।।

ফিরে আসিস

চারদিকে দাবানলের অগ্নিগ্রাস,
অক্সিজেনের কোনো অনুষঙ্গ নেই
শ্বাসরুদ্ধ পৃথিবীটার একটু পরই প্রয়াণ হবে।
যদি মনে হয়, আমার পৃথিবীতে একটু সবুজ আছে,
একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস আছে,
এক টুকরো স্বপ্ন চাষের জমি আছে,
ভালবাসার একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর আছে।
জীবন তরীটা বেয়ে চলার একটা নদী আছে!
যেই নদীতে ইচ্ছে মতো নাও বাওয়া যায়,
বর্ষা নামানো যায়, খরতাপে শীতল হওয়া যায়
তবে তুই ফিরে আসিস, ভালবেসেই আসিস।
তুই নিজেকে ভাল করে চিনে, জেনেই আসিস

আমার ভালবাসা তোর প্রতি কোনোদিনও কমেনি,
কমবেও না কোনোদিন।
ভালবাসা সে তো মৃদু বাতাসের মতোই চিরবহমান ছিলো,
তুই খুঁজেছিলিস উদভ্রান্ত ঝড়ো হাওয়ায়।
তুই আমার ভালবাসায় সারাজীবন
বৈরিতা আর ভেজালই খুঁজে গেলি,
বুঝলাম, না হয় আমাকে বিয়োগ করার জন্যেই তোর সব আয়োজন ছিলো।
একের পর এক অনুষঙ্গ খুঁজতিস আমাকে বিয়োজন করার।
সেই সব হিসেব ভাল করে কষেই আসিস,
কারণ, আবার বিয়োজন করার বায়না করলে কিন্তু তোরই ক্ষতি।।
তোরই ক্ষতি বললাম,
তুই ভাবছিস, হয়তো আমার কোনো ক্ষতি নেই।
আমার ক্ষতি তোর বুঝে লাভ নেই!
আমার ক্ষতি তুই কোনোদিনও বুঝবি না।
আসলে আমার ক্ষতি দিয়ে কিছু যায় আসে বলে মনে করি না রে।
আমি বহুকাল ধরেই কষ্টের মরুতে নির্বাসিত এক বেদুইন।
কষ্ট নিয়ে আমি ভাবিনা কখনো।।

<u>তুমি ছিলে</u>

শহরেরর বিষাক্ত কালো ধোয়ায় তুমি নেই,
নির্মল সমীরে প্রাণের স্পন্দনে তুমি নেই,
আলোর মিছিলে তুমি নেই,
আধারের হাহাকারে তুমি নেই,
আকাশের অথৈ নীলে তুমি নেই,
বৃষ্টির শিহরণে তুমি নেই,
তুমি নেই, তুমি নেই,
কোথাও তুমি নেই.....
তবুও সবখানেই তোমার বসবাস

তবুও তুমি আছো, অষ্টপ্রহর হৃদয়ের সবখানে মিশে

<u>শুভ জন্মদিন</u>
উৎসর্গ: মোনালিসা আহমেদকে

তুমি জন্মেছিলে বলেই ফাগুন এসেছিলো
এক উধভ্রান্ত পথিকের কুঁড়েঘরে
রুদ্ধ বাতায়ন খুলে

সেদিন রাস্তায় পদতলে পড়ে থাকা গোলাপ গাছটাকে
ভালবেসে হাতে নিয়েছিলে বলেই,
সে গাছের গোলাপ শত প্রাণকে বিমোহিত করছে।
তার আপন সুবাসে।

মাকড়শার জালে আটকে পড়া
সেদিনের প্রজাপতিটাকে মুক্ত করেছিলে বলেই,
তার রঙিন ডানায় আজ হাজার স্বপ্ন উড়ে,
মুগ্ধতা ঝরে।।

তুমি হাসো না
চোখের ইশারায় কিংবা রূপের মায়ায় ডাকো না,
তোমার কণ্ঠস্বরের সুমিষ্ট মোহনীয়তাও ছড়াও না।
তবু তুমি মিশে যাও নিভৃত নিরবে,
কোনো নিকষ, নির্জীব, ভয়ার্ত রজনীকে
সজীব করে তোলার অফুরান প্রয়াসে।
কিংবা, কারো চৈত্রের আকাশে বৃষ্টি হয়ে ঝরার মাঝে।
তুমি সৃষ্টির মাঝে সদা নিজেকে বিলাও
তুমি দেবার মাঝে অনন্য সুখ খুজে পাও।
যেই সুখে তৃষ্ণাকাতর পথিকের হিয়া হাসে।
কিংবা বিমূর্ত শ্রাবণ-গগনে রোদ্র ভাসে।

তুমি বেচে থাকো কোটি আলোকবর্ষ,
সৃষ্টিকর্তার সেরা উপহার হয়ে এ বিথীকালয়ে।
তোমার স্পর্শে মরুর বুক, রাজিত হোক পুষ্প মালঞ্চে,

জন্ম তোমার ধন্য হয়ে, ছুয়ে যাক অগণিত নক্ষত্রকে।
হে অপরিচিতা, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই, "শুভ জন্মদিন"

<u>কে তুমি</u>

ও মেয়ে কে তুমি বলোনা!
আমার চেনা কেউ, নাকি অচেনা!
কেনো দেখলে তোমায় এই বুকের ভেতর,
সুখের প্রজাপতি মেলে ডানা...
ও মেয়ে কে তুমি বলোনা!
আমার চেনা কেউ, নাকি অচেনা!

হরিণী দুটি চোখ, চাদের বদন,
এত ভাল লাগে কেনো জানি না কারণ,
অনুরাগের সুপ্ত নেশা চোখে,
মনতো কোনো শাসন-বারণ মানে না..
ও মেয়ে কে তুমি বলোনা!
আমার চেনা কেউ, নাকি অচেনা!

চলো না হেটে যাই সেই মোহনায়,
চাঁদ যেমন হাসে রাতের মায়ায়,
বাড়াবে কি হাতটি তোমার?
করতে প্রণয়ের কিছু সূচনা...
ও মেয়ে কে তুমি বলোনা!
আমার চেনা কেউ, নাকি অচেনা!

<u>অপরিচিতা</u>

কি বলে দেই বলো তোমার উপমা, গ্রীষ্মে ফাগুন তুমি বর্ষায়ও তাই,
তুমিই কি সেই স্বপ্নচারিনী? যাকে প্রয়োজন স্বপ্নের প্রতি ছটায়।।
সুখের তুলিতে খুব যতনে গাঁথা অজস্র স্বপ্নমালা নিভৃত অভিসারে,

যদি ডাকো তো যাবো প্রত্যুষের স্নিগ্ধতা, শিশির- ঘাসের অনুরাগ মাড়িয়ে
যে ফাগুন ডেকে যায় প্রত্যেহ তোমার চোখের চাহনীর তীক্ষ্ণ মায়ায়,
ট্রয় নগরীর বিধ্বস্ত কিংবা প্রলয়ের গর্জনও শ্রবণাতীত করে যা অবলীলায়।
যে মায়া দেখেনি এ চোখ শ্রান্ত ধরার বুকে চাদের অনম্বর জোছনায়,
সে মায়া যে অবলীলায় ছড়ানো তোমার কথার প্রতিটি নীরবতায়।।

প্রস্থান

কাল কল দিও. . . .
মুক্তি নিও,
মুক্তি দিও,
তুমি হাফ ছেড়ে বাচার সস্ত্বির নিঃশ্বাস নিও,
যেই ঘৃণার পাহাড় বুকে ধারণ করে আছো,
তার ইতি টেনো।

আমার থেকে মুক্তি নেয়ার পর,
তোমার আকাশে যেনো কালো মেঘ না আসে,
শরতের কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে
আকাশপানে চেয়ে আমার কথা যেনো মনে না পড়ে,
ফাগুন সমীরে কোনো অচেনা ফুলের ঘ্রাণে,
আমার নাম তোমার আঙিনায় যেনো ভেসে না আসে.
শত বৃষ্টিভেজা কাল্পনিক মুহুর্তগুলো যেনো,
স্মৃতির গন্ডি পেরিয়ে তোমার না ছুয়।।
শীতের প্রচণ্ড হিমবাহে, ভাললাগার কোনো অনুভূতি এসে যেনো উষ্ণ না করে তোমায়।

মন খারাপের রাতে, আমার নাও তোমার পাড়ে
যদি কখনো ভীড়ে,
সে নাওয়ে কোনোদিন পা দিও না।
আমার অবহেলিত ভালবাসা নিয়ে তোমার আঙিনা
হতে
চিরতরে বিদায় নিলাম,
আর কোনো দিন ফিরবো না, কোনো ফাগুনের
রাতে,
কিংবা তোমার প্রচন্ড বিষণ্নতায় একটু শান্তনা হতে।
তোমার থেকে কোটি আলোক বর্ষ দূরে,
যদি ব্ল্যাকহোলের কোনো এক অজানা গ্রহে হারিয়ে
যাওয়া যেতো,
তাই যেতাম।
তোমার পৃথিবী থেকে নির্বাসিত আমিটাকে এই
পৃথিবীতে রাখার কোনো ইচ্ছে ছিলো না।
আমিও যে নিরুপায়।
তুমি আমায় হারিয়ে যেতে বলছো, আর আমি তা
পারছি না!
কেমন ভালবাসার দাবিদার আমি!! নির্লীপ্ত,
নির্লজ্জ!!

যাবার অন্তীমে, বেচে থাকার ক্ষীণলগ্নে বলে যাই,
তোমার স্বপ্নগুলো আবার সাজিও নতুন করে,
আমার মতো কোনো মিথ্যে ভালবাসার দাবিদার না
আসুক তোমার জীবনে,
ভালবাসা তোমার জীবনের প্রতিটি প্রহর জুড়ে
থাকুক ডানা মেলে।
তোমাকে খুব করে জড়িয়ে।
আমার প্রস্থানে তোমার আঙিনার একটি ফুলও
যেনো না ঝরে।
খুব ভাল কেউ আসুক, তোমার জীবনে,
যার কাছে আজন্ম সত্যিই মহারাণী হয়ে থাকবে।

মায়াবতী

আমি জানি না, তোমার প্রিয় রঙ কি!
হলুদ নাকি লাল! নাকি দুটোর সংমিশ্রণ!
হাত ভরে চুড়ি পড়তে ভালবাসো,
সেটা কি দু' হাতে! নাকি শুধুই একহাতে!
তোমার কোন সংখ্যা প্রিয় জানি না,
১৩ নাকি ১৯! নাকি বিজোড়!
যদি তাই হয়, তবে তার রহস্য কি!
জানার অধীর আগ্রহে সময় কাটে।

চুলে সিথি কিংবা বেণী করে রাখতে পছন্দ করতে পারো,
কিন্তু এলোকেশে তোমায় অবর্ণনীয় সুন্দর দেখায়।
আয়নার সামনে না হয় একটু দাড়িয়েই দেখো।

মায়াবতী! নাকে নাকফুল নাকি নথ!
কোনটা তোমার বেশি পছন্দ জানি না,
তবে দুটোকেই তোমার নাকে দারুণ মানায়।
আবার মাঝেমাঝে দুটোই অর্থহীন লাগে।
মনে হয় ক্ষাণিকটা জায়গা জুড়ে,
ওগুলো জোর জবরদস্তি করে বসে আছে
নাকের অনেকখানি লাবণ্য ঢেকে দিয়ে।

মায়াবতী !
তোমার মেঘকালো চোখের মহাসমুদ্রে,
যেখানে বেলা শেষে আকাশ নেমে আসে,
কোটি আলোকবর্ষের ভেদাভেদ ভুলে যেয়ে।
সে চোখের মায়া, আমি কাটাই কি করে!

না হয় মনের এই অনুভূতিটাকে দূরেই রাখলাম,
কিন্তু তোমার ঠোটের নিচে বা-পাশে থাকা ছোট্ট ঐ তিলটাকে
কি করে পাশ কাটাই!!
যেখানে অজস্র কবিতারা নিত্য ফোটে, বর্ণীল রঙে,
তুমি হয়তো জানো না, আমি ভীষণ কবিতাপ্রেমী।

রাত্রীতে তোমার নেত্রদ্বয়ে জোছনারা নেমে আসে,

সমিদ্ধ করে পৃথিবীর চারপাশ,
সে আলোয় বর্ণীল হয় কারো জীবন হয়তো ভাবনায়।
সে ভাবনার কথা না হয় তোমার অজানাই থাক।
কিছু শব্দ তোমার ঠোটের নিচে থাকা
ঐ তিলের মায়ায় পড়ে থাক।
সে কথা না হয় তোমার অজানায়ই থেকে যাক।
এই কবিতা তোমার হয়ে, না হয় আমারই রয়ে যাক!
ওগো অচেনা মেয়ে,
তোমাকে জানাটা অসমাপ্তই থেকে যাক।

শুধু তুমি নেই

আজও মেঘনাটা বয়ে চলছে বুকে নিয়ে অজস্র জোয়ার,
দু' কূল জুড়ে বাতাসগুলো বইছে এখনো আগেরী মতো।
শুধু উড়ছে না তোমার এলোমেলো চুলগুলো,
করছে না কেউ একজন তোমায় প্রেম নিবেদন।
বিস্তির্ণ সরিষা ক্ষেতের মাঠগুলো আজও অক্ষত আছে।
যেখানে ফুটেছিল অগণিত ফুল, আজও ফুটে আছে।
শুধু তুমি নেই ফুলগুলোর মাঝে, নেই তোমার স্পর্শ।
দক্ষিণা বাতাসে এভাবেই ফুলের ঢেউগুলো চিরদিন মিশেবে দিগন্তে,
শুধু হাঁটবে না কেউ একজন তোমার খুব পাশাপাশি।
রাজপথের উপর শূন্য আকাশটায় আজ প্রচন্ড রোদ,
তুমি পাশে নেই বলে ঝরে পরছে না ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি
কিছু অব্যক্ত অনুভূতি নিয়ে হেটে যাচ্ছে না দু' জন,
তুমি ধরবে বলে বাড়িয়ে দিচ্ছে না কেউ একজন হাত।
নিষ্প্রাণ শহরের অলিতে-গলিতে আজও শত মানুষের আনাগুনা,

শুধু নেই তোমার হেঁটে যাওয়ার নিপুন ছন্দ।
শুধু নেই তোমার সেই উদ্ভাসিত হাসির অঝোর ধাঁরা
নেই তোমাকে একটি পলক দেখার অধীর প্রত্যাশায়,
পাগলের মতো কারো এদিক-ওদিক ছুটাছুটির প্রত্যয়।

বহুবার আন্দোলিত করেছো অচেনা সুখে হিয়া,
তোমারী নেত্রে অনন্য মৃত্তিকা খুঁজেছে নেত্র অহর্নিশী জাগিয়া।
বেসুর আঙিনায় অনুরাগের সুর ঢেলেছো হে অপরিচিতা,
কি বলে ডাকিব তোমায়, দিবাঙ্গনা, মনোরমা, স্নিগ্ধা নাকি শ্বেতা??
হৃদয়ের সফেদ ক্যানভাসে প্রিয় রঙে লিখা কবিতা তুমি,
তোমারি নামে প্রণয়ের মালঞ্চে রাজিত হৃদয়ের শুভ্র ভূমি।।

<u>পাখি</u>

পাখি আপন হলো না, পাখি পোষ মানলো না,
পাখি কাছে এলো না, পাখি কথা রাখলো না।
শূন্য করে হৃদয়খানি যায় রে সে উড়িয়া,
কোন রশিতে রাখবো পাখিটারে বান্ধিয়া।।

কত শত কসম ভুলে যায় রে পাখি উড়ে,
সুখের আশায় ঘর বাধিতে অচেনা এক নীড়ে,
অবাক হয়ে চেয়ে রই তার চলে যাওয়ার পানে,
এত স্মৃতির একটিও কি পড়ে না তার মনে?
পারিনা বলতে, অন্তর কান্দে গুমড়াইয়া,
কোন রশিতে রাখবো পাখিটারে বান্ধিয়া..

দুইয়ে দুইয়ে চার হয়েই মিলেরে সমাধান,
পাখি আর আমার মাঝে আকাশ পাতাল
ব্যবধান।
ভুল করেছি অংক কষে সূত্র না জানিয়া।
কোন রশিতে রাখবো পাখিটারে বান্ধিয়া।

সুখের আশায় যায় রে পাখি চায় না পিছু
ফিরে,
দেখে না তার লাগিয়া বুকে রক্ত কত ঝরে!
মুহুর্তেরও জন্যে সে যে চোখের আড়াল
হলে,
ভাসত হৃদয় কত সাগর বেদনারও জলে,
আজ হতে হায় চিরতরে যাবে চলিয়া. . .
কোন রশিতে রাখবো পাখিটারে বান্ধিয়া

<u>ভালবাসা কাঁদে</u>

চোখগুলো ছলোছলো, কান্নারা উপচে পড়ে,
ভেঙে যায় রঙিন স্বপ্নগুলো বিষাদের ঝড়ে,
এই অবেলায়-অসময় অনেক কাছে আসার পরে,
ভালবাসা কেনো গুমরে কাদে যত্নহীন অনাদরে!
কেনো দিন শেষে হৃদয় পুড়ে! এতটা তোমাকে জেনে!
সুখ পাখিটা অচেনা বেশে দিচ্ছে পাড়ি কোন অচেনা
বনে!
ছিলো তো কথা হাজার ঝড়েও, থাকবো দুজন একি
সাথে।
তবে কেনো তুমি-আমি আজ মুখ ফিরিয়ে, হাটছি দু'
অচেনা পথে,
একি বৃন্তে দুটি ফুল যে, বাধবে বাসা বড় সুখের
আশায়।
সেই কথা আজ উপাখ্যান, স্মৃতির কোনো ধূসর পাতায়,
যত ভুলেই যাওনা ছেড়ে, কষ্ট দিয়ে যত এই বুকে,
বলবো তুমি অভিমানিনী. . . . . বড্ড অভিমান তোমার
চোখে. . . .
অভিমান কেনো করে ধূসর, স্বপ্নে বিভোর সোনালী
দুপুর,

অভিমান তো পারতো হতে ভালবাসার গায়ে উষ্ণ চাদর।
কেনো অভিমান হয় না ভোরের ঘাসে, ক্ষণস্থায়ী শিশির,
কেনো ভোরের শেষেও, রোদের পরেও তা ঝরে অধীর।
আমাদের গল্পে ছিল কি প্রহসন! মিছে কোনো অঙ্গীকার?
সাজানো স্বপ্নের কোনো স্তরে ছিলো কি আলিঙ্গন মিথ্যের !
কেনো এমন হয় বারেবারে, কাদে মন অনেক ভালবেসে,
কেনো অভিমানের কাছে ভালবাসা সমর্পণ এসে হয় বেলা শেষে?

সাম্যবাদী

কি বীভৎস চারপাশ! উৎকট দূর্গন্ধ ছড়ায়
পুরুষ তোমার নিরংশু প্রেমে।।
সৃষ্টির অনন্য রত্ন সুবর্ণকমলিনী রে তুমি,
রত্ন নয়, ভাবো দাসত্বের আধার!
যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে, সেই জাহেলিয়াত
আজো অন্তরে পুষো! ভাবো বন্দিনী!
নারী তো নয়, খেলনা কোনো,
তাকে নিয়ে অকারণ কেনো চাও খেলতে!
নাটাই বিহীন সূতোয় একবার তাকে উড়তে দাও,
দেখো! সে যেতে পারে কতটা দূর!
কোথাও পিছিয়ে নেই নারী যে আজ্ঞ
শুধু পুরুষ তোমার একটু স্বাধীনচেতার অভাব।
পুতুলের মতোই রাখতে চাও সাজিয়ে,
হৃদয়ের মালঞ্চে একান্ত অভিসারে।
বুঝতে চাও না, তারও যে বিশ্বটাকে জয় করতে ইচ্ছে করে।
নারীহীন তুমি পুরুষ নওতো স্বয়ংসিদ্ধ,
তোমার পূর্ণতায় নারীরও যে অর্ধেক অবদান বিদ্ধ।

তবে কেনো তুমিই অধিপতি!! তুমিই
কর্তা!!
সে পদতলে?
লজ্জায় শির অবনত করো পুরুষ তুমি,
না হয় নারী ছাড়া বাচো।
তোমার আধিপত্য চায় না সে, পাল্টিয়েছে
সময়,
সাম্যতার দাবীদারে সম্মুখপন্থ সে,
কি!! রাখবে হাত হাতে?
না হয় পিছু হাটো।

<u>রাগিনী</u>

তুমি রাগিনী , তুমি বাঘিনী ,
ও মেয়ে, জানো কি তুমি!!
তুমি রাগলে পরে , দুটি অধর জুড়ে ,
সেথায় হেসে ফোটে হাজারও কামিনী . . .

রাগের শেষে , তোমার শান্ত দুটি চোখের নীড়ে ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অবাধ্য ভালবাসারা আসে উড়ে , '
কি মায়ায় সাজায় মুক্তাঝরানো তোমার চাঁদমুখ,
কি মায়ায় সাজে লাজুক আভায় ধূসর হয়ে দুটি চোখ ,
'
পৃথিবীর সব মায়ায় সাজলগ্ন যেমনি হয় উন্মুক।
এত মায়া, ভালবাসায় আচ্ছাদিত ওই বদনে, যখনি
তাকাই
মনে হয় কোটিবার হারাই সেই চোখের তারায়. .
ও মেয়ে জানো কি তুমি!!
তোমার ওই কপালের ভাজ, কুঁচকানো ভ্রুতে,
কি অনন্য সুখের প্রতিবিম্ব ফেলে হৃদ আয়নাতে।
হাসলে তোমায় লাগে যে মিষ্টি
মন্দ তো লাগে না রাগিনী দৃষ্টি,
তাইতো বারেবার ভালোলাগে,
ইচ্ছে করে তোমায় রাগাতে. . . .

সবুজ পরী

উড়াবো আজ ইচ্ছে ঘুড়ি,
পরেছি তাই সবুজ শাড়ি ।
গয়না হলো সবুজ পাতা,
নাম যে তার বনলতা ।
মায়া বনের পথটি ধরি,
চলবো একা সবুজ পরী ।
মাঠ পেরিয়ে তেপান্তরে,
সন্ধ্যা গেলো ঘরে ফিরে।
চাদ মামাটা উঠলো ভেসে,
এক পৃথিবী আলোয় হেসে।
জোনাকিদের ধরতে গিয়ে,
উঠলো পরী ডিঙি নায়ে।
চললো তরী আপন

ইচ্ছে হয়

বড় ইচ্ছে হয় কোনো বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায়_____
তোমার চোখে চোখে রেখে আকাশের ঐ সুদূর নীলিমায় হারাই,
যাপিত আমার সহস্রকালের ইচ্ছেগুলো মেঘের ডানায় ভাসিয়ে____
যেখানে মহাকালের প্রেম স্ব অন্তরীক্ষে উদাসী অয়বয়ে সাজে
যে মেঘের বৃষ্টিগুলো আমারি নামে ঝরে টুকরো উল্লাসে।।

তোমার মেঘকালো চোখের আঙিনায় ফোটে থাকা সদ্ব্য অনুরাগে,
নিজেকে বারবার সর্পিত করার অকারণ স্পৃহা____
হৃদয় হিল্লোলিত করে,
জীবনের কত ছন্দমিল খুঁজে দেয়,
অষ্টপ্রহর ভাসায় ঐকান্তিক সুখের সাম্পানে____

আমি অনন্তকাল সেই মহার্ণবে বেখায়ালী নাবিক হয়ে চলি,
খুঁজি না গন্তব্য, ফিরি না পিছু____
তোমার চোখের নীড়েই যেন আমার ইচ্ছজেরা বসত গড়ে,
চিরনির্বাসিত হয়ে, কোনো চেনা আবদারে।।

সুহাসিনী

হিমালয় ছোয়া তোমার ঐ হাসি,
আমার মনকে ছুঁয়ে দিবানিশি,
কি যে অকারণ ভাল লাগার মহার্ণব তুমি,
আমার হৃদ আকাশের বিস্তির্ণ উঠোনে,
ওগো সুহাসিনী, চিরচেনা হিমালয় নন্দিনী,
শ্রাবণ দিনের উষ্ণতা তুমি ভেজা বরষায়
তোমাকে তো যায় না বাধা কোনো কবিতায়,
তবুও আমি বারবার হই বেশামাল,
চেয়ে চাদবদনী ওই মুখের পানে,
কি যে অনন্য মায়া, জ্যোৎস্নাপায়ী তোমার ওই লোচনে,
পাই না কোনো উপমা খুঁজে,
তবুও বারবার কবি হতে ইচ্ছে করে।।
শত হিমালয় ডিঙিয়ে অবাধ্য ইচ্ছেরা উড়ে,
যেতে চায়_____
একটাই চিরচেনা সেই ঠিকানায়,
ভালবাসার ছাওনি তলে তোমার বুকের আঙিনায়,
এই বাঁধনহারা মন, খুঁজে অকারণ,
আমৃত্যু তোমার দুটি নয়ন।।
একটা অজানা সুখের পৃথিবী আছে,
যাদুমাখা তোমার ঐ লোচনে।

আমার অবাধ্য নয়ন,
তাই মানে না কোনো শাসন-বারণ,
তোমাকেই চায় শুধু, যুগ যুগ নয়,
শত শতাব্দীর পরেও।

অভিমানিনী

চোখগুলো ছলোছলো, কান্নারা উপচে পড়ে,
ভেঙে যায় রঙিন স্বপ্নগুলো বিষাদের ঝড়ে,
এই অবেলায়-অসময় অনেক কাছে আসার পরে,
ভালবাসা কেনো গুমরে কাদে যত্নহীন অনাদরে!
কেনো দিন শেষে হৃদয় পুড়ে! এতটা তোমাকে জেনে!
সুখ পাখিটা অচেনা বেশে দিচ্ছে পাড়ি কোন অচেনা বনে!
ছিলো তো কথা হাজার ঝড়েও, থাকবো দুজন একি সাথে।
তবে কেনো তুমি-আমি আজ মুখ ফিরিয়ে, হাটছি দু' অচেনা পথে,
একি বৃন্তে দুটি ফুল যে, বাধবে বাসা বড় সুখের আশায়।
সেই কথা আজ উপাখ্যান, স্মৃতির কোনো ধূসর পাতায়,
যত ভুলেই যাওনা ছেড়ে, কষ্ট দিয়ে যত এই বুকে,
বলবো তুমি অভিমানিনী. . . . . বড্ড অভিমান তোমার চোখে. . . .
অভিমান কেনো করে ধূসর, স্বপ্নে বিভোর সোনালী দুপুর,
অভিমান তো পারতো হতে ভালবাসার গায়ে উষ্ণ চাদর।
কেনো অভিমান হয় না ভোরের ঘাসে, ক্ষণস্থায়ী শিশির,
কেনো ভোরের শেষেও, রোদের পরেও তা ঝরে অধীর।
আমাদের গল্পে ছিল কি প্রহসন! মিছে কোনো অঙ্গীকার?
সাজানো স্বপ্নের কোনো স্তরে ছিলো কি আলিঙ্গন মিথ্যের!
কেনো এমন হয় বারেবারে, কাদে মন অনেক ভালবেসে,

প্রস্থান. . .

আমার প্রস্থানে সব যেনো ঠিক থাকে,
ঝড়ের রজনীতে কিংবা ভেজা সন্ধ্যায়
আলোর প্রস্থানে, আধারের মিছিলে,
আকাশ যখন মাতিবে হুংকারে,
বাতাসে না থাকিবে মৃদু-মলয়. .
তুমি জানালার পাশে, বাতায়নদ্বার খুলে,
চোখ বুঝে খুজে নিও আগামী সুখের
মূর্ছনা. .
সব হাহাকার ছুয়ে যায় যেনো, ঠাই দাঁড়ানো
বৃক্ষগুলোকে
কোনো হাহাকার যেনো না ছুয় তোমায়,
সেই সন্ধ্যায়, জানালার পাশে রাখা তোমার
স্পর্শকাতর হাতে,
যদি একফোটা বৃষ্টি ছুঁয়ে যায় হঠাৎ এসে!
তুমি হাত গুঠিয়ে নিও চাদরের ভাজে. . .
সেই সব সন্ধ্যায়, সেই সব লগনে, তুমি
মেতে উঠো. . .
১ যুগ পিছনে ফেলে আসা তোমার
দুরন্তপনায়. .
তুমি একটু অস্থির হয়ে ওঠো,
ঝড়ের শেষের জ্যোৎস্নাময়ী ক্ষণের
অপেক্ষায়. .
দুহাত প্রসারিত করে মেতে উঠার উন্মুক্ত
ভাললাগায়।
ঝড় ক্ষণস্থায়ী, রাত্রি ক্ষণস্থায়ী।
এভাবেই ঝড়ের শেষে, আসবেই হেসে,
সুখের বেশে
সেই সোনা রোদ, অঢেল প্রভার মিছিল নিয়ে
তুমি দিব্যি ভালো থেকো সেই সব আলো
বুকে নিয়ে।
আমার প্রস্থান কিছু নয়. . . . .

নির্লিপ্ত

তোমার অনুপস্থিতি কবির বিষন্ন বিকেলকে
আরো বিষণ্ণ করে মর্মাহত করে না।
কবির হৃদয়ে তোমার অনুপস্থিতি দাগ কাটে না।
কবি তো তার একটি কবিতার জন্যে তোমায় কাছে
ডেকেছিলো,
যেভাবে কাছে ডাকে প্রভাত রাঙানো অংশুমালীকে,
ডানা মেলে উড়ে যাওয়া মুক্ত বিহঙ্গকে…
উদাস গৌধূলি বা প্রত্যুষকে যে সমিদ্ধ করে সুরলিত
সুরে।
কিংবা নবান্নের দেশে উড়ে যাওয়া কুৎসিত কাঁকটাকে।
কবি অথিতি চায়_____
ঘর ভর্তি অথিতি।
কবির ঘরের চৌকাটে কেনো তুমি বসে থাকো অকারন!
দেখো না! শত অথিতির যাওয়া আসার ভিড় সেখানে!

ও মেয়ে

ও মেয়ে!! সবুজবনের মেয়ে!
আমায় কষ্ট দেবে!!
তুমি যদি কষ্ট আনো,
ঐ পাহাড়টাকে আনবে ডেকে?
না না না! তা করো না..
আমায় কষ্ট দিবে!!
বলছি তোমায় শোন তবে...
যেই হৃদপ্রান্তর হয়েছে সবুজ,
যেখানে ফোটেছে অজস্র ফুল..
প্রতিটা সূর্যোদয় যে বনে শুধুই তুমি..
গহীন অন্ধকার অরণ্যে..
তুমি শুধু সেখান হতে,
একটুখানি অভিমানে.
মুখটি নিও ফিরিয়ে..
যদি আমি কষ্টের জোয়ারে ভাসি,
করবো না জেনে রেখো কোনো
প্রতিবাদ..

শুধু চাইবো, লিখতে পারার একটু অধিকার. . .

ভালবাসা বাচুক

ভালবাসা থাকুক না শত কোলাহলের ভীড়ে সুপ্ত নীরবতা হয়ে
খোপায় গাঁথা গোলাপের প্রতিটি পাপড়ির সর্বশুচি ভাজে,
মূর্ছনা হয়ে বাজুক না কোনো কিশোরীর পায়ে নূপুরের ছন্দে,
পড়ন্ত বিকেলে অধরা হয়ে ভাসুক না রংধনুর প্রতিটি রঙে,
ক্লান্ত পথিকের ব্যাস্ততায় বেখায়ালি অভিমানে কিংবা চৈত্রের রৌদ্দুরে দিগঞ্চল ঘিরে চৈতালী অনিল হয়ে ভালবাসা থাকুক।
জ্যোৎস্নামাখা রাত্রীতে অনিমেষ নেত্রে হৃষ্টতার সমীরণে,
ভালবাসা থাকুক না কোন এক অন্তমিল কাব্য হয়ে,
অধরা বৃষ্টির প্রতিটি ফোটার আলিঙ্গনে অনুভূতিকে জড়িয়ে,
ভালবাসা অন্তহীন ভাসুক না ময়ূরাক্ষীর চর ভিজিয়ে।।

মহারাণী

কালের আবর্তনে কোনো স্রোতস্বিনীর স্রোতে ভেসে এসে এই শহরে তোমার ক্ষণিক বসতি গড়া নয়,
তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই,

এই রাজতন্ত্র নগরের আদ্যন্ত মহারাণী তুমি।।
মহাকালের এক অন্তহীন রহস্যময়ী দুহিতা,
কোনো সীমা নেই মুগ্ধতা ঝরানো অধরোষ্ঠের ঐ হাসির,
বাধ ভাঙা সুখের উচ্ছ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে প্লাবিত রাজ্যটা,
নিযতু কোটি বছর কাছে চায় হৃদয় সিংহাসনের।
তোমাকেই পেয়ে যেনো ধন্য হয় প্রতিটা প্রহর,
আমার কোনো অনুশাসন চলে না এখানে,
ওই চাঁদ তারা আকাশ সবাই সাক্ষী এই অনবদ্য
অনুরাগের,
তোমাতেই সে খুজে নিয়েছে জ্যোৎস্নামাখা রজনীর সমুদয়
সুখ চেনা এক জানায়,
কিংবা অঝর বর্ষাধারায়,
বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় উজাড় করা অনুভূতির প্রতিটা
ভালোলাগায়।
বসন্তের সব রঙে,
কবিতার শব্দে বর্ণে,
অথবা কল্পনার একটুখানি উপরে,
অসীম ভালবাসায়. .
শুধু তোমাকেই চায়, তোমাকেই চায় হৃদয়টা. .
অযাচিত স্বপ্নের উপাখ্যানে বেখায়ালী মনের হঠাৎ বাসিন্দা
নও,
মুগ্ধতার এক মহার্ণব তুমি,
হৃদয়ে ভালোলাগার বিস্তর জলধারা,
মুগ্ধতার সমুদয় সাগর নদী সব মিশেছে তোমাতেই,
আমি হারিয়ে গিয়েছি সেই মুগ্ধতার খুব অতলে
অজানা কোনো সময়ে,
আর নিজেকে খুঁজে পাইনি,
তোমাতেই আমৃত্যু বাস হয় এই হৃদয়ের।।
চোখ যেনো প্রত্যেহ এক পৃথিবী তৃষ্ণাকাতর হয়ে তোমাতে
ডুবে !
কি খুজে সে!!
তোমার জ্যোৎস্নাপায়ী লোচনে অষ্টপ্রহর ঝরে পড়া অবাক
মায়ায়!
পৃথিবীর কোনো উপমায় বাধা না পড়া ঠোটের নিচে ছোট্ট
তিলটায়!
লজ্জামাখা চাদমুখটার অবিরাম মায়া,

কত শত পবিত্র স্বপ্নগুচ্ছ হৃদয় ক্যানভাসে যতনে একে যায় নিভৃতে,
আর ভালবাসার উদ্যানে প্রতিটি সন্ধ্যাপূর্ব হাসায়,
ছোট্ট জীবনে আর কিই বা চাওয়া থাকে বলো এতো সুখের ভীরে!
জানা নেই, আর কিছু চাওয়াও নেই এই ভালবাসার পরে।

তোমায় ভেবে

বর্ষারা অবলীলায় নেমে আসে মরু আঙিনায়_____
মায়া তোমায় ভেবে কাঠফাটা রৌদ্দুরেও ভেজা যায়. . .
হিমবাহের সজীবতা তুমি প্রখর উত্তপ্ত বিভীষিকায়,
এক আকাশ চাদ, জোছনার বৃষ্টি, তুমি ভরা অমাবস্যায়।।

তুমিই তো সেই অন্তহীন স্রোতস্বিনী, সুখের হিমালয়,
ক্ষুদ্র জীবনে বৃহৎ প্রাপ্তির এক ক্ষয়হীন সঞ্চয়।।
আমি যামিনীর বুকে এঁকেছি কত রংধনু তোমার রঙে,
লিখেছি কবিতা মেঘেদের সফেদ ক্যানভাসে একান্তে।

প্রিয়ন্ময়ী____
পৃথিবীটা আলোয় ভরা, কেটে গেছে সব আধার,
রাত্রী বলে কিছু নেই এই বিথীকায়, সব যেনো আলোয় পারাপার।
আমার অর্ঘ্য এ কোন আলোয় সাজে অনিবার,
দুঃখের কোনো ছোয়ায় নয়, সুখের পরশে বারবার
তোমারি হস্তে নির্দ্বিধায়____
তাই একবার নয়, শত শত বার,
এ জীবন দিবো লিখে যত পাই ততবার।

হৃদয়ের বিস্তির্ণ প্রান্তর জুড়ে আজ সুখের জলধারা বহে,
যে সুখের প্রতিটি কোষ জুড়ে বাধ ভাঙা প্রাপ্তির অথৈ উচ্ছ্বাস।
প্রিয়ন্ময়ী, জানো কি তুমি!!!
সে সুখের অনুষঙ্গ শুধুই তুমি।
আমার বিথীকা যে অনিন্দ লাবণ্যে সাজালে তুমি,
প্রতিদানে কিছুই কি আছে বলো দেবার?
তাই শত প্রাপ্তি নিয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে শতজনম চাই___
তোমাকে ভালোবাসিবার।
খুবি ক্ষুদ্র তোমার প্রণয়ের মহার্ণবে আমার এ দাবী,
তবুও এই প্রাপ্তির প্রতিদান ভালোবাসা ছাড়া, বুঝিনা আমি

প্রিয়ন্ময়ী_____
জীবনের এক অন্তহীন ভালোলাগার প্রিয় কবিতা তুমি,
নিত্য যা সুখের অগণিত অনুষঙ্গ ছড়িয়ে জীবনকে করে চলে বর্ণিল,
প্রিয় রঙের সবটাই তুমি
নকশী কাথায় আকা কারুকার্যময় বাঞ্চিত স্বপ্নের নিখুঁত বিন্যাস,
মহাকালের এক ধ্রুব সত্য, তোমার এই ব্যাপ্তিহীন ভালোবাসা,

ভালবাসি

ও মেয়ে! তোমায় দেবো হিম সকালে,
উষ্ণমাখা একমুঠো রোদ্দুর....
কি যে মায়ায় জড়াবো তোমায় অহর্নিশি
হয়ে ভালবাসার এক রঙিন চাদর....

ও মেয়ে! তোমার হাতের চুড়ি হবো,
তোমার কপালের টিপ...
তোমার চোখের কাজল হবো,
তোমার নাকের নোলক..

জনমও জনমও রবো মিশে
শুধু জড়িয়ে, অনেক ভালবেসে❤□❤□

অভাগী মা

হাটিতে পারো না তুমি যাও বারেবার পড়ে,
কথা বলার ভাষা শিখো নাই তুমি জানো না বর্ণমালা,
হাটি হাটি পা পা করে হতে চায় না তোমার হাটাটা শেখা,
বাবা মা নিরন্তর চেষ্টা তোমাকে হাটা শেখানো হয়,
রাত বেরাতে নিভৃত্বে একা একা মা যে তোমার মুখের সামনে
বলে যায় কথা,
যদিও তোমার আসে না প্রতুত্তর।
এই বিশ্বটাকে বেচিয়াও কি দিতে পারিবে মায়ের সেই ঋণ?
যেই মা তোমায়, পরম ভালবাসায় শেখালো কথা বলা,
যখন তোমার জানা ছিলো না বর্ণমালা,
পৃথিবীর সবকিছুই তোমার ছিলো অপরিচিত,
আগুনকে আগুন বলার পরও কত ধরতে চেয়েছো তুমি তাকে

ছিলো না হিতাহিত বোধ।
মা যে হয়নি কভুও বিরক্তি
বুঝায়েছে তোমায় অবিরত, শত শত।
বয়সের ভারে, মা তোমার আজ পড়েছে নুয়ে,
নেই কো শ্রবণ শক্তি আগের মতো,
তোমার দুইটি কথা বলার পর মাথা যায় বিগড়ায়ে,
দাত কিরিমিরি করে বলো এতবার কেনো বলতে হয় শুনি??
বারিধারা পড়েনা গড়াইয়া হয়তো নেত্রদ্বয় দিয়া,
কত বকি তবুও যায় না কানে, কি যে বেহায়া!!
হৃদয়ের জলে মহার্ণবে মা যে গোপনে ভাসিয়া মরে,
সে খবর শুধু মায়ই জানে।

অভিশাপে পুড়ায় না মা, নয়নের মনি অবুঝই ভাবে তাকে,
যেই খোকা শত প্রশ্নে জর্জরিত করিত মাকে,
যেই খোকা এক মূহুর্ত মাকে না দেখে উন্মাদনায় কাটাতো,
সেই খোকা আজকত্ত বড় হয়েছে!!
একাই চলতে শিখে গেছে, মাকে তার আর পড়েই না মনে বর্ষপুঞ্জির কোনো ফাকে।

প্রত্যুষের দিবাকর হেলিছে পূর্বে আজি দিনান্ত ঘনাত্যয়
গোধূলীর অন্তিমে ভাবিয়াছি বসে অদ্যকাল সন্ধ্যাত্রয়
ম্রিয়মাণ অংশুপ্রভা যায় যায় হিসেব করিয়াই তব
এতকাল পর জেনেছি আমি আমার নয় এই নগর সংসার
দুদিনের অতিথি আমি এসেছিলাম তোমাদের মাঝে
কেউ কি বলেছিলো এভাবেই যেতে হয়? চিত্তে জাগে সংশয়!

<u>আধার দর্পন</u>

তুমি আমার বুকে সাজাতে চেয়ে সুখের বাসর,
করেছো কি ভুলের পুনরাবৃত্তি নতুন করে আবার.?
কিছু মেঘের বৃষ্টি হয়না কখনোই মধুর,
যতই তাকে মধুর ভেবে করে চলো না আলিঙ্গন।
কিছু সুখে ঘুচে না ক্লান্তি, কিছু সুখ ক্লান্তিতার হয় কারণ..
কিছু পাওয়া কখনোই এনে দেয় না হৃয়দের সুপ্ত প্রাপ্তি...
বরং কাঙ্ক্ষিত কোনো বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়_____

অনাকাঙ্ক্ষিত স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়, স্বভাবনায় ঢিল ছুড়ে...
আহত করে হৃদয়ের কিছু লালিত অনুভূতি গুচ্ছকে
রক্তকরবী রূপে রাঙিয়ে দেয় হৃদয় করিডোর।

কিছু বর্ষারা ক্ষাণিক অদূরেই
হয়তো চোখের ক্যানভাসে মেতেছিল উল্লাসে
ক্ষাণিক আহ্লাদের বসে, বাতায়ন খুলে বাড়িয়েছো হাত,
কত রঙ, কত স্বপ্ন, প্রত্যাশারা দুহাত বাড়িয়ে ডেকে
চলে অনিবার,
সেতো ছিলো শুধুই মরীচিকা, দৃষ্টির ক্ষানিক ঝলকানি,
তুমি ভেবেছো এখানেই হয়তো খুজে পাওয়া যাবে
সুখানুভূতি
ঝিরিঝিরি বর্ষারা ঠাই সম্মুখে ছড়িয়েছে সুখের আভাস,
আধার রাজ্যে তিমিরে ঢাকা নীড়ে এতো এক দর্পন,
হয়না এখানে হারিয়ে ফেলা তোমার প্রণয়ের প্রতিফলন
তুমি বরং ফিরে যাও সেখানেই,
হাত দিয়ে নয়, মন বাড়ালেই যেখানে ছোয়া যায়
অবনী।
চাইলেই সহস্র রঙে আকা যায় নিযুত-কোটি স্বপ্নছবি,
ভুল হলে আবার মুছে ফেলে শংকাহীন হয়ে লিখা যায়
নতুন করে জীবনের সাজানো গল্প,
ফিরে যাও তুমি, সেখানেই ফিরে যাও, চিরচেনা সেই
গন্তব্যে,
যেখানে বিরহ স্পর্শ করে না তোমায়,
চাইলেই কোনো কষ্টের পঙক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে না,
চাইলেই তুমি একসমুদ্র কষ্টের স্রোতে ভাসতে পারো না,
বেলাশেষে অবশেষে আমার সস্তা আবেগের এক টুকরো
অনুভূতি
স্পর্শ করে না তোমায়, বিষাদ ছোঁয় না
বিষণ্ণ বিকেলের রক্তিম আভা কিংবা অঝোর বর্ষাধারায়,
তুমি প্রণয়ের সুখ খুজে পেতে বিস্মৃতির গালিচায় নিজেকে
বিলাও,
আমার অনুপস্থিতি যেখানে কামনা, উপস্থিতি বড্ড
বেমানান।
নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি না, আমি কেনো সেখানে
বেমানান।
কি হবে বলো সস্তা আবেগের ফুলঝুরি বিছিয়ে ক্ষুদ্র
শান্তনা হয়ে. ?
তোমার অমৃত স্মৃতির আসনে,
যেগুলো নিয়েই তোমার অনন্তকাল পথ চলা,

যেখানেই তোমার জীবন কিংবা মরণের স্বার্থকতা নিহিত,
তুমি জোছনার রজনীতে উন্মুক্ত করে নিজেকে বিলাও,
জোনাকিদের সাথে সখ্যতা পাতো, সুদূর নীলে তারাদের ভীড়ে,
তোমার শান্তনার অনুষঙ্গ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগুলো,
এক যুগ আগেও যেগুলো তোমার সাথেই ছিলো,
তোমার আকাশে কোথাও নেই আমার বিচরণ,
কোথাও ছিলও না হয়ত কোনদিন।
অনাহুত অভ্যাগতের মত অর্বাচীন গল্প সাজানো আর নয়
আর নয় অযাচিত মহাকাশে লগ্ন ব্যয়,
তুমি ফিরে যাও ,
মুক্তি দিলাম তোমায় যাযাবর এই শহর থেকে।।

<u>শুধু আমি নেই</u>

কলেজের ক্যাম্পাস, কিংবা পার্কের এক কোণে বসে আছো
তোমার প্রিয় সাজে সেজে____
পায়ে আলতা, হাতভরা চুড়ি, কপালে নীল টিপ আর লাল পেরে সাদা শাড়ি তো আছেই,
ভালবাসার প্রগাঢ় রং উপচে পড়ছে তোমার দুচোখ বেয়ে-
কিছু স্বপ্ন যেনো আরো প্রাণবন্ত হয়ে নিঃশব্দে তোমাকে ছুঁতে চায়
অনুরক্তির সে উচ্ছ্বাস যেনো শুধু আমারই জন্যে
কপালে লেপ্টে থাকা চুলগুলো আলতো ছোয়ায় সরিয়ে-
চুলের ভাঁজে পরম ভালবাসায় গোলাপ গুঁজে দেয়া
শুধু সেই আমিটা নেই তোমার পাশে।।

এক আকাশ কালো মেঘ নেমে আসে তোমার হৃদয় প্রান্তরে,
যেখানে কিছু আগেও ছিলো প্রণয়ের মহাৎসৌব,
অভিমানে চোখগুলো ছলছল হয়ে উঠে

কিছু নিস্তব্ধ অনুভূতি চোখের কোণের কাজলকে গ্রাস করে খুব বেশী দেরি করেও আমি আসি না।

<u>কে তুমি</u>

ও মেয়ে কে তুমি বলোনা-
আমার চেনা কেউ নাকি অচেনা।।
কেনো দেখলে তোমায় এই বুকের ভিতর-
সুখের প্রজাপতি মেলে ডানা।
ও মেয়ে কে তুমি বলোনা-
আমার চেনা কেউ নাকি অচেনা।।

হরিণী দুটি চোখ চাঁদের বদন,
কেনো এত লাগে ভাল জানি না কারন।
অনুরাগের সুপ্ত নেশা চোখে-
মনতো আমার শাসন মানে না।
ও মেয়ে কে তুমি বলোনা-
আমার চেনা কেউ নাকি অচেনা।।

চল না হেটে যাই সেই মোহনায়,
চাঁদ যেমন হাসে রাতের মায়ায়।
বাড়াবে কি হাতটি তোমার-
প্রণয়ের করতে কিছু সূচনা।
ও মেয়ে কে তুমি বলোনা-
আমার চেনা কেউ নাকি অচেনা।।

তোমারি আচলে রাখিও লুকিয়ে অনুপম মায়াকাননে,
স্বর্গকে আঁকিব তোমারও নয়নে দিনরাত প্রতিটি ক্ষণে।।
প্রণয়ের মহার্ণবে ভাসিয়েছি স্ব-কে নেই তো জানা ঠিকানা,
ত্রী-সময় মিশিব প্রানেরও হ্লাদে হও যদি তুমি মোহনা।
দিনাবসানে জোছনার আগমনে যেথায় সুখেরা হিল্লোলিত,

তোমাকে নিয়ে লোকালয় ছেড়ে হবো সেথায় চির নির্বাসিত।

জীবন

জীবন কি আষাঢ়ের ঝরা কান্না?
শুক্ল অন্তরীক্ষে অনচ্ছ বারিধির অবিশ্রান্ত সঞ্চার?
নাকি চৈত্রের হাহাকার?
একমুঠো করুণা ভেজা বর্ষার?

জীবন কি কালাতিক্রমের ইন্ধন?
অন্তর্হিত দহনে পুড়া নিষ্করুণ?
নাকি ধ্রুব নিয়তি ব্যথার দান?
প্রহেলিকার মোড়কে উন্মোচিত দুষ্কর সমীকরণ?

একদিন

একদিন বেলা শেষে, গৌধূলী পেরিয়ে-
সন্ধ্যা ও জোছনারা প্রত্যাসন্ন হবে মোহনায়।
নিসর্গের বুকে তাদের প্রমময় খেলা
সমিদ্ধ করবে আধারে ভরা আমার আঙিনাটাকে
জোছনারা নামবে, জোনাকিরা জ্বলবে, চাদটা হাসবে-
কত স্বাদ ছিল!! কত জনম থাকব তাদের লয়ে,
সে স্বাদ যে মিটবে জানি প্রবীণ দুচোখের ক্ষয়ে।।

প্রিয় সেই মাঠে ক্ষেতের সরু আইলে-
স্নিগ্ধ ঘাসগুলো কুয়াশাকে জড়িয়ে থাকবে নীরবে,
ভাঙবে না আমার পদস্পর্শে তাদের অনুরাগ।
কথা দিয়েছিলাম প্রিয় সেই সুহাসিনীকে-
যার হাসিতে খুজে পেয়েছিলাম জীবনের ছন্দ
তাকে নিয়ে আমৃত্যু লিখিব কবিতা।
সে কথার যে বড়ই বড়খেলাপ হবে সময়ের দায়ে।

একদিন বৃষ্টি হবে, সন্ধ্যা নামবে, বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা
ঈশান কোণ হতে ধেয়ে আসবে অনিল,

বেলকুনির টবে সাজানো ফুলবৃক্ষের পাতাগুলো নড়বে।
বৃষ্টির ঘুম পাড়ানো সোহাগকে অগ্রাহ্য করে
ছুটে আসব না ছল ছল নেত্রে, হৃষ্ট চিত্তে;
বৃষ্টি ছুবে না আমায়, আমিও ছুবো না বৃষ্টিকে।
বড় বেশী অভিমানে অসাড় অনুভূতির আলিঙ্গণে,
কত জন্মান্তরের ঘুম বয়ে যাবে দুটি নয়নে।।